সংবাদ

তারিখ ... 20 JUN 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অপহৃত ইবি ছাত্রলীগ নেতা ৫ মাস পর উদ্ধার

প্রতিনিধি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এবং বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি অপহৃত সাইফুলকে দীর্ঘ ৫ মাস পর পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার রাতে রাজবাড়ির গোয়ালন্দ ঘাটে রাস্তার পাশ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় এক গাড়িচালক তাকে উদ্ধার করে বলে জানা গেছে। সাইফুলের পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ তার উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। উদ্ধারের পর আটক অবস্থায় হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন সাইফুল। সাইফুল ইসলামের বাবা কুষ্টিয়া সদর থানার বংশীতলায়। তার পিতার নাম খলিল উদ্দিন মোল্যা এবং মাতা ছবিরন নেসা।

সাইফুলের বড় ভাই সাদ আহমেদ জানান, 'মঙ্গলবার রাত ২টার দিকে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ ঘাট এলাকা থেকে এক ব্যক্তি ফোন করে সাইফুলকে পাওয়ার বিষয়টি আমাকে জানায়। তারপর আমরা সেখানে গিয়ে ওই ব্যক্তির গাড়িতে করেই সাইফুলকে বাড়িতে নিয়ে আসি। তবে সাইফুল এখন অসুস্থ।' উদ্ধার হওয়া সাইফুল বলেন,

অপহৃত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

অপহৃত : ছাত্রলীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

"অপহরণের দিন কতিপয় লোক প্রথমে তার চোখ, হাত-পা বেঁধে ফেলে এবং পরে অজ্ঞান করে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে আটকে রাখে। তাকে রুমের ভিতরে সবসময় হাত-পা বেঁধে রাখা হতো। শুধু খাবার দেয়ার সময় হাত-পা'র বাঁধন খুলে দেয়া হতো। তবে মারধর না করা হলেও তাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়া হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। সাইফুল দাবি করেছেন তিনি পালিয়ে এসেছেন। তবে তিনি কীভাবে পালিয়ে এসেছেন তা পরিষ্কার করেননি।

সূত্র জানায়, গত ২২ জানুয়ারি মঙ্গলবার ছাত্রলীগ নেতা সাইফুল ইসলাম সাংগঠনিক কাজে ঢাকায় অবস্থান করছিল। ওইদিন রাতে ধানমন্ডি ৩ নং অফিসে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব-উল-আলম হানিফের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে ফার্মগেট থেকে লেগুনায় চড়ে কাজীপাড়ায় অবস্থিত বন্ধু রানার বাসার উদ্দেশে রওনা দেয়। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা মিজানুর রহমান মিথু, হালিমসহ ৫-৭জন নেতাকর্মী একসঙ্গেই ছিলেন। ফার্মগেট পর্যন্ত ছাত্রলীগ কর্মী বলে পরিচিত জুয়েল নামের এক ছেলে তার সঙ্গে ছিল। কাজীপাড়ার দিকে রওনা হওয়ার পর থেকে সাইফুলের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরে তার পরিবার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে ঘটনার দিন ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শেরেবাংলা নগর থানা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানায় পৃথক দুটি ডায়েরি করা হয়। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকা সন্দেহে শেরেবাংলা থানা পুলিশ জুয়েল ও রানা নামে দুজনকে আটক করে। পরে পুলিশ তাদের দুজনের রিমান্ড আবেদন করলে আদালত তা না-মঞ্জুর করেন। সাইফুল বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি পদপ্রার্থী ছিলেন। আশঙ্কা করা হয়েছিল আসন্ন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিলকে কেন্দ্র করেই প্রতিপক্ষরা তাকে অপহরণ করে থাকতে পারে।